১.২ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি
The Nature of secularism in India

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সংবিধানের ২৫-২৮ নং ধারাগুলিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৫ নং ধারায় ধর্ম, জাতি, বর্ণ প্রভৃতির ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, সংবিধানের ১৬নং ধারায় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৭ নং ধারায় অস্পৃশ্যতার আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি একটু ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। এখানে ধর্মনিরপেক্ষ বলতে সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়াকে বোঝানো হয়। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার **আয়েঙ্গার** (G. Ayyangar) ১৯৪৮ সালের ৭ই ডিসেম্বর গণপরিষদে বলেন, "আমরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই। ধর্মনিরপেক্ষ বলতে আমরা একথা বোঝাতে চাইছি না যে, কোনো ধর্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই এবং আমাদের জীবনে এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির অর্থ হল রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা করবে না এবং এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না"। ১৯৭৬ সালের ১৬ই অক্টোবর নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক কন্‌ভেন্‌শনে ভাষণদানকালে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি **দেবকান্ত বড়ুয়া** মন্তব্য করেন, "সব ধর্মের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব সম্প্রদায়ের সমান মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় রাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।"

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এবং প্রকৃতি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন গণপরিষদের সদস্য **পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র**। ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮, গণপরিষদে এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে **শ্রী মৈত্র** মন্তব্য করেন, "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায় রাষ্ট্র ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। কোনো বিশেষ ধর্ম রাষ্ট্র থেকে বিশেষ আনুকূল্য পাবে না। কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বলে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে বাড়তি সুযোগসুবিধা দেবে না। একই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে কোনো ব্যক্তি যেন তার পছন্দমতো ধর্ম প্রচার ও অনুসরণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়।" **কে. এম. পানিক্কর** (K. M. Panikkar) বলেছেন, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার ফলে অধার্মিক .(irreligious) হয়ে যায়নি। এখানকার ধর্মনিরপেক্ষতা এক অর্থে নেতিবাচক, কারণ এখানে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিচারবিবেচনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। **এইচ. ভি. কামাথ** (H. V. Kamath) প্রায় একইভাবে বলেন, "আমার মতে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেমন ঈশ্বর-বিহীন নয়, তেমনি অধার্মিক বা ধর্মবিরোধীও নয়।" **সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ** তাঁর *Recovery of Faith* গ্রন্থে বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে অধার্মিক, ধর্মবিরোধী বা ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন রাষ্ট্রকে বোঝায় না। **ডি. ই. স্মিথ** .(D. E. Smith) বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে এমন একটি রাষ্ট্রকে বোঝায়, যা ব্যক্তি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করে, যা ধর্মমত নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে নাগরিক হিসাবে গণ্য করে এবং যা সাংবিধানিকভাবে কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা বা বিরোধিতা করে না। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার **আম্বেদকর** (Dr. B. R. Ambedkar) বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ হল রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে জনগণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবে না। ভারতীয় সংবিধানের অপর এক স্থপতি **পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু** বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মের বিরোধিতা করা নয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হল

Scanned with CamScanner

সেই রাষ্ট্র যা সকল ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল এবং সকল ধর্মকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এই ধরনের রাষ্ট্র নিজেকে কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পশ্চিমি গণতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, ভারতবর্ষে তা হয় না। পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনা, শিক্ষানীতি, রাজনীতি, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি থেকে ধর্মকে আলাদা রাখা। ওখানকার ধর্মরিপেক্ষতার মূল লক্ষ্য হল সমাজ ও রাজনীতির ওপর থেকে ধর্মের পরম্পরাগত প্রভাবকে দুর্বল করা। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখা হয় না এবং রাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি থেকে ধর্মকে আলাদা করা হয় না। বিভিন্ন ধর্মকে রক্ষা করা বা তার সমন্বয় ঘটানো ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নয়। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত **ড: সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের** মতে, "সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়া, সব ধর্মের পূজাপার্বণে ছুটি থাকা চাই—এটা সেকুলার দর্শনের বিপরীত।" কিন্তু ভারতবর্ষে সেটাই করা হয়। ভারতবর্ষে সকল ধর্মকে সমান চোখে দেখা হয় এবং সবধর্মকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা হয়। সুতরাং বলা যায়, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্মীয় সহনশীলতা। **এখানে সর্বধর্ম সমন্বয়কেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়।** বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় সকল ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকের চিন্তায় ও কর্মে রাজনীতি ও ধর্মের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকাকে দেবীরূপে কল্পনা করেছেন এবং দেশবাসীকে সেই দেবীর আরাধনায় উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মাখামাখিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। **শ্রী অরবিন্দ**-এর মতে, যাঁরা বলেন ধর্ম ও রাজনীতি মানুষের জীবনের দুটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দিক, তাঁরা শুধু হাসির খোরাক জোগান। **গান্ধিজি**-র মতে, রাজনীতি ধর্মহীন হতে পারে না। ধর্মবিবর্জিত রাজনীতিকে তিনি এমন একটি মৃত্যুফাঁদ (death-trap) বলেছেন যা মানুষের আত্মাকে (soul) হত্যা করে।

বর্তমানে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের আচরণেও সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্রয় পেতে দেখা যায়। ধর্মীয় নেতারাও নিজেদের ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উঠে আসছেন। মন্দির, মসজিদ, গুরুদুয়ার, গীর্জা প্রভৃতি ধর্মস্থানগুলিতে ধর্মীয় আলোচনার পাশাপাশি রাজনীতি বিষয়ক আলোচনাও স্থান পাচ্ছে। নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে, মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে, এমনকি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিচারবিবেচনাকে প্রাধান্য পেতে দেখা যায়। এককথায়, ভারতবর্ষে ধর্মকে রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র না করে ধর্মকে নিয়েই রাজনীতি করা হয়।

এই সমস্ত **দুর্বলতা** থাকলেও ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার এমন কতকগুলি **বিশেষ দিক** আছে যা নিঃসন্দেহে অভিনব। **প্রথমত,** ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা উদার (Liberal)। একটি হিন্দু অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সংবিধান শুধুমাত্র জনগণের ধর্মীয় সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করে ক্ষান্ত থাকেনি, বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও সুযোগসুবিধা সংরক্ষণও করে। উদাহরণস্বরূপ সংবিধানের ২৫নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যে-কোনো প্রকার ধর্মগ্রহণ, ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'ধর্মপ্রচারের' (propagate) অধিকারটি খ্রিস্টান ধর্মের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। তারা এই অধিকারটির সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে ধর্মান্তকরণের কাজটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে যেতে পারে। অনুরূপভাবে শিখ ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেদের 'কৃপাণ' সঙ্গে রাখার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের অন্য কোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এই ধরনের উদারতা দেখানো হয় কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা চরম নয়, শর্তসাপেক্ষ ("Indian Secularism is not absolute, it is qualified....")। কারণ এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি ভোগ করতে হয় জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, নীতিবোধ প্রভৃতিকে ক্ষুণ্ণ না করে। ধর্মীয় অধিকারের ওপর আরোপিত রাষ্ট্রীয় বাধানিষেধের যৌক্তিকতা নিরূপণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিচারবিভাগের ওপর।

তৃতীয়ত, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা স্থাণু বা অচল (static) নয়, পরিবর্তনশীল (dynamic)। ভারতবর্ষ

Scanned with CamScanner

জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করেছে। তাই রাষ্ট্র জনস্বার্থে এমন আইন প্রণয়ন করতে পারে যা কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের অনুসৃত ঐতিহ্যবাহী নীতির পরিপন্থী ; প্রয়োজনে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এইভাবে রাষ্ট্র হিন্দু বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে এমন সব আইন প্রণয়ন করেছে যা চিরাচরিত হিন্দু রীতিনীতির বিরোধী। মুসলমান সম্প্রদায় চাইলে তাদের জন্যও রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ধ্রুপদী পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে স্বতন্ত্র হলেও, নানা দিক থেকে এটি অভিনব। এটি ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন একটি আদর্শ যা বার বার আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও গর্বের সঙ্গে টিকে আছে।

Scanned with CamScanner